



131792 - পুরুষ ও নারীর নামাযের পদ্ধতিতে কোন পার্থক্য নাই

প্রশ্ন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমরা আমাকে যতোভাবে নামায পড়তে দেখে সতোভাবে নামায আদায় কর”। এ হাদিস থেকে আমরা যা বুঝি তা হচ্ছে— নারী ও পুরুষের নামাযের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। না দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে, না বসার ক্ষেত্রে, না রুকু করার ক্ষেত্রে, না সজেদা করার ক্ষেত্রে। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর থেকে আমি এভাবে আমল করে আসছি। কিন্তু, আমাদের কেনেয়িতে এমন কিছু মহিলা আছে যারা এ নিয়ে আমার সাথে বাকবিতণ্ডা করেন। তারা বলেন: তোমার নামায সহি নয়। কারণ তোমার নামায পুরুষদের নামাযের ন্যায়। তারা এমন কিছু স্থানের কথা উল্লেখ করেন তাদের দৃষ্টিতে সে স্থানগুলোতে মহিলাদের নামায পুরুষের নামায থেকে ভিন্ন। যমেন— বুকুরে ওপর হাত বাঁধা, কথিবা হাতদুটিকে ছেড়ে দেয়া। রুকু করাকালে পিঠি সোজা রাখা ইত্যাদি; তবে আমি এখনো এগুলোতে প্রভাবিত হইনি। আমি আশা করব, আপনার পরিস্কার করবনে যে, পুরুষের নামায ও মহিলার নামাযের মাঝে কোন পার্থক্য আছে কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সঠিক মতানুযায়ী মহিলাদের নামায ও পুরুষের নামাযের মাঝে কোন পার্থক্য নাই। কিছু কিছু ফকিহ যদি যে পার্থক্যগুলো উল্লেখ করেছেন সেগুলোর পক্ষে কোন দলিল নাই। প্রশ্নে আপনি যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন “তোমরা আমাকে যতোভাবে নামায পড়তে দেখে সতোভাবে নামায আদায় কর” এর বিধান সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করবে। ইসলামী বিধি-বিধানগুলো নারী-পুরুষ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। তবে, দলিল যদি বিশেষ কোন বিধানকে খাস করে সেটা ভিন্ন কথা। অতএব, সুন্নাহ হল— রুকু, সজেদা, কবরাত ও বুকুরে হাত রাখা ইত্যাদি সবক্ষেত্রে মহিলার নামায পুরুষের নামাযের মত। অনুরূপভাবে রুকুকালে হাঁটুতে হাত রাখার পদ্ধতিও একই। সজেদাকালে কাঁধ বরাবর কথিবা কান বরাবর জমনি হাত রাখার পদ্ধতিও একই। রুকুকালে পিঠি সোজা রাখার পদ্ধতিও ভিন্ন। রুকু ও সজেদাতে যা পড়া হবে সেগুলো এক। রুকু ও প্রথম সজেদা থেকে উঠে যা বলবে সেটাও এক। এ সব ক্ষেত্রে নারীর নামায পুরুষের নামাযের ন্যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্ববক্ত হাদিসের ভিত্তিতে: “তোমরা আমাকে যতোভাবে নামায পড়তে দেখে সতোভাবে নামায আদায় কর”[সহি বুখারী]

আর ইক্বামত ও আযান: এ দুইটি নামাযের বাহরিরে বিষয়। ইক্বামত ও আযান পুরুষের জন্য খাস। এই মর্মে দলিল উদ্ধৃত হয়েছে। পুরুষের ইক্বামত ও আযান দাবে। আর নারীদের ইক্বামত ও আযান নাই। উচ্চস্বরকে কবরাত পড়া: মহিলারা ফজর, মাগরিব ও এশার নামাযে উচ্চস্বরকে কবরাত পড়তে পারেন। ফজরের দুই রাকাতে উচ্চস্বরকে কবরাত পড়বেন। মাগরিবের



প্রথম দুই রাকাতে উচ্চস্বরে ক্বরিত পড়বনে। এশার প্রথম দুই রাকাতে উচ্চস্বরে ক্বরিত পড়বনে, যভোবে পুরুষরো করে থাকে।[সমাপ্ত]

মহামান্য শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায (রহঃ)